দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 APR 1998
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

দেখামাত্র গুলি ॥ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে বিভিন্ন মহলে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ

স্টাফ রিপোর্টার ॥ ছাত্র রাজনীতি বন্ধ এবং অস্ত্র হাতে দেখামাত্র গুলি করার আইন প্রণয়ন প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

বুধবার সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ এই বক্তব্যের বিরোধিতা করে সভা-সমাবেশ এবং সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। পৃথক সভা-সমাবেশগুলোয় বলা হয়েছে—শিক্ষাঙ্গনে সহিংসতার জন্য ছাত্র রাজনীতি দায়ী নয়। বরং ক্ষমতার জন্য ছাত্রদের ব্যবহার করা এবং তাদের হাতে অস্ত্র ও অর্থ তুলে দেয়ার জন্য শাসক দলগুলোর রাজনৈতিক চর্চাই দায়ী। ছাত্রলীগ (শো-পা) নেতৃবৃন্দ বলেছেন যদি সুস্থ ধারায় ফিরে না আসে তবে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করলে আমাদের আপত্তি নেই। অন্যদিকে ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের শরিক সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। ছাত্র রাজনীতি বন্ধকে একটি ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত হিসাবে তাঁরা আখ্যায়িত করেন।

বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পৃথক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষাঙ্গন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সন্ত্রাস দূর করতে হলে রাজনীতির সংস্কার করতে হবে। তাঁরা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর এ ধরনের বক্তব্য নিছক রাজনৈতিক স্ট্যান্ডবাজি না হয় চরম ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েমেরই ইঙ্গিত বহন করে। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে তাঁরা বলেন— সন্ত্রাস বন্ধে আপনার দৃঢ় অঙ্গীকার ও আন্তরিকতা থাকলে নিজ দলের অস্ত্রধারীদের অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিন। যারা নির্দেশ শুনবে না তাদের দল থেকে বহিষ্কার করুন, তাদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিন। এরপর অন্য দলের অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিন। তাহলে বিএনপি-জামায়াতের অস্ত্রধারীদের শায়েস্তা করতে ছাত্র সমাজ-জনগণ আপনার পাশে থাকবে। তাঁরা রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশে বলেন, ক্ষমতার লড়াইয়ের নিয়মনীতি ঠিক করুন, সমাজে সন্ত্রাস থাকবে না। ক্ষমতার লড়াইয়ের হাতিয়ার হিসাবে ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধ করুন, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস থাকবে না।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলেছে, কোন সভ্য ও গণতান্ত্রিক দেশে অপরাধী সে যত বড় অপরাধী হোক না কেন তার বিচার না করে দেখামাত্র গুলি করার মতো মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার বিরোধী আইন থাকতে পারে না। এ ধরনের আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করাও লজ্জার বিষয়। অতীতে সন্ত্রাস দমনের নামে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' সন্ত্রাস দমন আইনের মতো মৌলিক অধিকারবিরোধী আইন প্রণয়ন করে রাজনৈতিক নিপীড়ন চালানো হয়েছে। এ ধরনের নতুন কোন আইন না করার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে আইন ও সালিশ কেন্দ্র, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এ্যান্ড সার্ভিস ট্রাস্ট, জাতীয় মহিলা আইনজীবী এ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় আইনজীবী সমিতি, মাদারীপুর লিগ্যাল এইড এ্যাসোসিয়েশন, অধিকার, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাতীয় পার্টি (জা-মো) জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি, ছাত্রলীগ (চু-ক) প্রমুখ।

বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের বক্তব্য

ছাত্রলীগ (শো-পা) নেতৃবৃন্দ টিএসসি টিচার্স লাউঞ্জে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় সভায় মিলিত হন। তাঁরা বলেন, আমরা ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে নই। আমরা স্বচ্ছ ছাত্র রাজনীতি চাই। তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখলের পর মেধাবী ছাত্রদের হিযবুল বহরে সমুদ্র ভ্রমণে নিয়ে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। সেই থেকে ছাত্র রাজনীতি কলুষিত হয়েছে। এরশাদ-খালেদা জিয়ার আমলে ছাত্র রাজনীতির নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, টেন্ডারবাজিসহ যে অপরাজনীতি চলেছে— একটি ছাত্র সংগঠন আজও সেই প্রক্রিয়ায় ছাত্র রাজনীতি চালিয়ে যেতে চায়। এই প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় এবং দেশের কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী যদি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয় আমরা তা স্বাগত জানাব।

ছাত্রদলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুল খালেক এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে দুরভিসন্ধিমূলক আখ্যায়িত করে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'ছাত্রদলের প্রতিরোধ আন্দোলন ঠেকাতে ব্যর্থ হয়ে শেখ হাসিনা ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার চক্রান্ত করছেন। কিন্তু গৌরবমণ্ডিত এ দেশের ছাত্র রাজনীতির বিপরীতে অবস্থান নেয়ার হীন চেষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনবে। সময় হলেই তিনি তা বুঝতে পারবেন'। ছাত্র রাজনীতি বন্ধ সম্পর্কিত বক্তব্যের প্রতিবাদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন ক্যাম্পাসে পৃথক পৃথক মিছিল-সমাবেশ করেছে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য নেতৃবৃন্দ গতকাল সন্ধ্যায় মধুর ক্যান্টিনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী ঘটনা সরকারের নীল নক্সার বাস্তবায়ন ছাড়া অন্য কিছু নয়। তাঁরা বলেন, 'আজকে জাতীয় পর্যায়ে অনেক নেতা-নেতৃবৃন্দ ছাত্র রাজনীতির ফসল, আমাদের ছাত্র রাজনীতি '৫২, '৬২, '৬৬, '৬৯, '৭১ ও '৯০'র গণআন্দোলনের মতো গৌরবময় ইতিহাস। গুটিকয়েক সন্ত্রাসীর কারণে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার মতো জাতীয় সিদ্ধান্ত ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে পার্থ হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচার দাবি করেন। দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের অনতিবিলম্বে গ্রেফতার ও বহিরাগতদের উচ্ছেদ করার দাবি জানান। তাঁরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্যোগে চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি করেন। এই সকল দাবিতে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য আগামী ৩ মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচী এবং জেলায় জেলায় ডিসি অফিস ঘেরাও কর্মসূচী ঘোষণা করেছে।